Al-Ameen Memorial Minority College

(Established under Article 30 of the Constitution of India as a Muslim Minority Govt. Aided General Degree College, Affiliated to the University of Calcutta and included Under Section 2(f) and 12B of the UGC Act, 1956.)

Jogibattala, P.O.- Dakshin Gobindapur, P.S.- Baruipur, Dist.-South 24 Parganas, Pin-700145
Phone No.: 033 2437 0111, Email: alameenmemorial@gmail.com, Website: alameenmemorial.org

Ref. No.:

Date:

To Whom It May Concern

This is to certify that Mr./Ms. Sabina Khatun, of B.A. Hon's Semester (2nd), Department of Bengali, Student ID. 22B418, Registration No. 536-1211-0162-22, C.U. Roll No. 222536-11-0047, of Al-Ameen Memorial Minority College under the University of Calcutta has completed a Project of 6 months duration with the title "GODYER JANAK VIDYASAGAR" and successfully completed it under my supervision.

Date: 14/06/23
Place: Baruipur

Ruksana Khatun
Project Supervisor
Department of Bengali
Al-Ameen Memorial Minority College
Jogibattala, Baruipur, Kolkata- 700145

Jogibattala Kol-145

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আল-আমীন মেমোরিয়াল মাইনোরিটি কলেজ

প্রকল্পের বিষয়-

গদ্যের জনক বিদ্যাসাগর

নাম- সবিনা খাতুন

ক্লাস- দ্বিতীয় সেমিস্টার

পেপার- সি. সি.-৩

বিষয়- বাংলা (সাম্মানিক)

রেজিস্ট্রেশন-০৩৬-১২১১-০১৬২-22

সি. ইউ-রোল-222৫৩৬-১১-০০৪৭

সূচিপত্র

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১	ভূমিকা	১
২	বিষয়ের গভীরে	২-৪
৩	উপসংহার	৫
৪	গ্রন্থপঞ্জি	৬
৫	অভিজ্ঞান পত্র	৭
৬	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৮
৭	শিক্ষক-শিক্ষিকার স্বাক্ষরপত্র	৯

ভূমিকা

সমাজ-সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, পাণ্ডিত্য, স্বতন্ত্র চিন্তা ও তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ ঊনবিংশ শতাব্দীর একক ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বাংলায় তিনি "প্রথম যথার্থ শিল্পী", রবীন্দ্রনাথ যাকে 'যথার্থ শিল্পী' রূপে বলে নির্দেশ করেছেন, সুনীতিকুমার তারই ব্যাখ্যা করে জানালেন যে, বাংলা গদ্যের রচনাবিন্যাসে অনির্বচনীয় রসের যোজনা সুস্পষ্ট বিদ্যাসাগরের অনন্য কীর্তি।

বিদ্যাসাগরের অন্যতম পরিচয় হল বাংলা গদ্যের শিল্প আনের আবিষ্কর্তা হিসাবে। রামমোহনের হাতে বাংলা গদ্য যে দার্শনিক আলোচনার প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছিল বিদ্যাসাগর তাতে প্রাণসঞ্চার করলেন, নীরস গদ্যকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুললেন।

সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ অন্তরে যুক্ত কোঁৎ, মিল, বেন্থাম ও জেরিমি টেলরের ভাবশিষ্য। তাই মাইকেল যথার্থই বলেছেন-

"The man to whom I have appealed has the genious and wisd of an ancientsage, the energy of an Englishman and the hear of Bengali mother."

আমরা বিদ্যাসাগরের ভাষারীতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি আলোচনা করব-

"বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য-ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুশৃঙ্খল, সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি ও কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু যিনি সেই সেনাবাহিনীর রচনাকর্তা যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথম তাঁহাকে দিতে হয়"।

বিষয়ের গভীরে

ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম রচনা 'বাসুদেব চরিত' পাওয়া যায়নি। বিদ্যাসাগরের রচনাবলীকে অনুবাদমূলক এবং মৌলিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে, সেগুলি যথাক্রমে—

অনুবাদমূলক রচনা— হিন্দী 'বৈতাল পচীসী' থেকে অনুবাদ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'(১৮৪৭), কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের স্বাধীন গদ্যানুবাদ 'শকুন্তলা'(১৮৫৪), ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' এবং বাল্মীকির রামায়ণের উত্তরকান্ডের আখ্যানের অনুসরণে 'সীতার বনবাস'(১৮৬০), শেক্সপীয়রের Comedy of Errors -এর গল্পাংশের অনুবাদে 'ভ্রান্তিবিলাস'(১৮৬৯)। এছাড়াও তিনি কয়েকখানি পাঠ্যগ্রন্থেরও অনুবাদ করেছিলেন। মার্শম্যানের History of Bengal -এর কয়েক অধ্যায় অবলম্বনে 'বাঙ্গালার ইতিহাস'(১৮৪৮), চেম্বার্সের 'Biographic Rudiments of knowledge' অবলম্বনে যথাক্রমে 'জীবনচরিত'(১৮৪৯) ও 'বোধোদয়'(১৮৫১) ঈশপের ফেবলস অবলম্বনে 'কথামালা' রচনা করেন। উক্ত রচনাগুলি অনুবাদমূলক হয়েও যথার্থ মৌলিক গ্রন্থের মতো মর্যাদা পেয়েছে।

মৌলিক রচনা— 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'(১৮৬৩) গ্রন্থটি রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার মৃত্যুতে রচিত। এটি বাংলা গদ্যে লিখিত প্রথম শোককাব্য। 'বিদ্যাসাগর চরিত'(১৮৯১)। 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'(১৮৫৩),

সমাজসংস্কারমূলক রচনা— 'বিধবাবিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'(১৮৫৫), 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার'(১ম-১৮৭১, ২য়-১৮৭৩) শীর্ষক পুস্তিকাগুলিকে তাঁর অভ্রান্ত যুক্তি, তথ্যের সমারোহ এবং তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ যথার্থ তার্কিকের প্রতিভা সুপ্রমাণিত করেছে।

লঘু রচনা – 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩), 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩) গ্রন্থ দুটি ও 'ব্রজবিলাস' (১৮৮৪) গ্রন্থটি কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য ছদ্মনামে রচিত। 'রত্নপরীক্ষা' (১৮৮৬) কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য ছদ্মনামে রচিত।

শিক্ষামূলক রচনা – 'বর্ণপরিচয়' (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৫) ও 'সংস্কৃত ব্যকরনের উপক্রমনিকা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি শিশুশিক্ষার ভিত্তি প্রস্তুত করতে এবং শিশু মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী তাদের পঠন-পাঠনের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়াসে এই গ্রন্থগুলির রচনা।

বিদ্যাসাগরের রচিত উল্লিখিত রচনাগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করত –

'বেতালপঞ্চবিংশতি' নামক বিদ্যাসাগরের অনুবাদমূলক প্রথম গ্রন্থটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসেবেই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে 'প্রাবেশিয়া', 'দ্বিজাসিয়া' ইত্যাদি নামধাতু প্রয়োগের সফল প্রয়াস লক্ষ্য করার মত। বিরতি চিহ্নের ব্যবহারের কুশলতাও দেখা যায়।

'শকুন্তলা' সম্পর্কে রাজনারায়ন বসু এক দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষনা করেছিলেন যে, বিদ্যাসাগরের কোনো অনুবাদই হুবহু শাব্দানুসরন নয়। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি অনবদ্য। 'শকুন্তলার' ভাষা যেমন লালিত্যপূর্ন তেমনি শিল্পশ্রী মন্ডিত। বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলার' ক্রিয়াপদ সাধুভাষায় রচিত হলেও কথোপকথনের ভাষা বাংলা চলিত গদ্যের কাছ ঘেঁষে গেছে। 'শকুন্তলা' গ্রন্থে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় অলৌকিক বর্ননা তিনি পরিহার করেছিলেন। নারীর পারিবারশ্রয়ী কল্যানী মূর্তির প্রথম অঙ্কুরোদ্গম ঘটে শকুন্তলা চরিত্রে।

উপসংহার

সবশেষে বলা যায়, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে রসের রাজ্যে নিয়ে গেছেন। তিনি পূর্ববর্তী অনুবাদকারদের মতো গালগল্পের দিকে না ঝুঁকে কালিদাস-শেক্সপীয়রের ন্যায় উচ্চ প্রতিভার আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি আনাড়ষ্ট স্তরের উপর যে ভাষা নির্মাণ করেছেন, তাঁর কাহিনী সৃষ্টির ভার পরবর্তীদের উপর দিয়ে গিয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায়, যে বাংলা গদ্য রামমোহনসহ শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পরিশ্রমে যে গদ্য সাহিত্যের উত্থান করেছিলেন বিদ্যাসাগর তাতে বীজবপন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র জল সিঞ্চন করেছেন আর রবীন্দ্রনাথ তাকেই ফুলে ফলে ভরিয়ে তুলেছেন। এই বীজ বপনের মহান কাজটি বিদ্যাসাগর সমাধা করে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক হয়ে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন।